দৈনিক বাংলা

101

তারিখ ... ৬·2·৮০ ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... 5 ...

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যায় বিশেষ অবদান রাখার স্বীকৃতি স্বরূপ ডঃ কাজী মোতাহার হোসেনকে ১৯৭৯ সনের স্বাধীনতা দিবস পুরস্কারে ভূষিত করেন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান

স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার বিতরণ

(স্টাফ রিপোর্টার)

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে বঙ্গভবনে এক অনুষ্ঠানে ১৯৭৭, ১৯৭৮ ও ১৯৭৯ সালের 'স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার' বিতরণ করেন।

জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে চরম উৎকর্ষতা অর্জন এবং বিশেষ অবদান রাখার স্বীকৃতি স্বরূপ সরকার বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য ১৯৭৭ সালে 'স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার' প্রবর্তন করেন। এই পুরস্কারই হচ্ছে দেশের সর্বোচ্চ সম্মানসূচক পুরস্কার।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা, চিকিৎসা বিজ্ঞান, শিক্ষা, সাহিত্য, ললিতকলা,

(শেষ পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

পুরস্কার বিতরণ

১ম পৃঃ পর

খেলাধুলা ও ক্রীড়া, পল্লী উন্নয়ন, সমাজসেবা, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, জনসেবা ইত্যাদি ক্ষেত্রে এই পুরস্কার দেয়া হয়। স্বাধীনতা দিবস পুরস্কারে রয়েছে একটি স্বর্ণপদক ও নগদ দশ হাজার টাকা।

গতকাল এই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপ-রাষ্ট্রপতি বিচারপতি জনাব আবদুস সাত্তার, প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান, মন্ত্রী পরিষদের সদস্যবর্গ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সংসদ সদস্য, সুপ্রীম কোর্ট ও ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি, ঢাকায় নিযুক্ত বিদেশী কূটনৈতিক প্রধানগণ, পদস্থ সরকারী ও বেসরকারী কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

১৯৭৭ সালে দশজন পুরস্কারপ্রাপ্তদের মধ্যে পাঁচজন মরণোত্তর, ১৯৭৮ সালে আটজন পুরস্কারপ্রাপ্তদের মধ্যে তিনজন মরণোত্তর ও ১৯৭৯ সালে নয়জন পুরস্কারপ্রাপ্তদের মধ্যে দুজন মরণোত্তর পুরস্কার পেয়েছেন।

১৯৭৭ সালে 'স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার' পেয়েছেন যারা তাদের মধ্যে রয়েছেন সমাজকল্যাণে মরণোত্তর মরহুম মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। বঙ্গভবনে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের কাছ থেকে অশ্রুসজল নয়নে এই পুরস্কার গ্রহণ করেন বেগম আলেমা ভাসানী।

সাহিত্যে মরণোত্তর পুরস্কার পেয়েছেন মরহুম কাজী নজরুল ইসলাম। কবির এ পুরস্কার কে গ্রহণ করবেন সে সম্পর্কে পরে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

চিত্রকলায় পেয়েছেন মরণোত্তর পুরস্কার মরহুম শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন। তাঁর এ পুরস্কার গ্রহণ করেন বেগম জাহানারা আবেদীন।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যায় মরণোত্তর পুরস্কার পান মরহুম ডক্টর একরাম হোসেন খন্দকার। এই পুরস্কার গ্রহণ করেন বেগম মেহেরুন্নেসা নূরুন নাহার খন্দকার।

পল্লী উন্নয়নে পুরস্কার পেয়েছেন জনাব মাহবুব আলম চাষী। চিকিৎসা বিজ্ঞানে পেয়েছেন ব্রিগেডিয়ার মাহমুদুর রহমান চৌধুরী। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে পেয়েছেন ডাঃ মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ চৌধুরী। সংগীতে পেয়েছেন কণ্ঠশিল্পী রুনা লায়লা। ক্রীড়ায় পেয়েছেন হাবিলদার মোস্তাক আহমদ। জনসেবায় মরণোত্তর পুরস্কার পেয়েছেন সাবেক পররাষ্ট্র সচিব মরহুম এনায়েত করিম। তাঁর এ পুরস্কার গ্রহণ করেন উপ-পররাষ্ট্র সচিব জনাব আতাউল করিম। মরহুমের স্ত্রী বেগম হোসনে আরা করিম কার্যোপলক্ষে বিদেশে আছেন।

১৯৭৮ সাল

১৯৭৮ সালে স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার যারা পেয়েছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন সাহিত্যে মরণোত্তর মরহুম কবি জসিমউদ্দিন। কবির এ পুরস্কার গ্রহণ করেন বেগম মমতাজ জসিমউদ্দীন।

শিক্ষায় মরণোত্তর পুরস্কার পেয়েছেন মরহুম ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক। তাঁর পুরস্কার গ্রহণ করেছেন বেগম রইসুননেসা হক।

সমাজকল্যাণে মরণোত্তর পুরস্কার পেয়েছেন পরলোকগত রণদা প্রসাদ সাহা। তাঁর এ পুরস্কার গ্রহণ করেন তাঁর কন্যা শ্রীমতী জয়াপতি।

সঙ্গীতে পেয়েছেন জনাব আব্বাস উদ্দিন আহমেদ। পল্লী উন্নয়নে পেয়েছেন জনাব মাহফুজুল হক ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে পেয়েছেন জনাব আলমগীর এম এ কবীর।

১৯৭৯ সাল

১৯৭৯ সালে 'স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার' পেয়েছেন যারা তাদের মধ্যে আছেন সাহিত্যে মরণোত্তর মরহুম আবুল মনসুর আহমদ। তাঁর পুরস্কার গ্রহণ করেন মরহুমের পুত্র জনাব মাহবুব আনাম।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যায় এই পুরস্কার পেয়েছেন ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন।

শিক্ষায় মরণোত্তর পুরস্কার পেয়েছেন মরহুম ডক্টর মুজাফফর আহমদ চৌধুরী। তার এ পুরস্কার গ্রহণ করেন বেগম ফাতেমা খাতুন চৌধুরী।

সঙ্গীতে পেয়েছেন শিল্পী ফিরদৌসী বেগম, শচী দেববর্মণ ও ওস্তাদ ইয়ার রসুল খান ওরফে ফুলঝুরি খান। চিত্রকলায় শিল্পী কামরুল হাসান, সমাজকল্যাণে বেগম তাহেরা কবীর ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে জনাব নূর মোহাম্মদ মন্ডল এই পুরস্কার পেয়েছেন।